প্রবন্ধ

ইসলামের দৃষ্টিতে ইলম

অধ্যাপক কাজী সামশুর রহমান

ইলম বা জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা কি এবং কেন- এ কথাটির শাব্দিক অর্থ সবারই জানা। স্তর ভেদে বা প্রকারভেদে ইলম বা জ্ঞান-এর অর্থ বহুমাত্রিক। জ্ঞান লাভ হয় শিক্ষার মাধ্যমে। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে লুকায়িত সুকুমার বৃত্তির বিকাশ ঘটে, জ্ঞানের ভান্ডার হয় সমৃদ্ধ। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী আচার আচরণে পরিবর্তন আসে। উন্নততর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়, আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটে, মানুষের মধ্যে সক্ষমতা তৈরি হয় যাতে মানুষ বিশেষজ্ঞ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে। প্রকৃত মানুষ হয়ে মানব সম্পদে পরিণত হয়। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে একজন সাধারণ মানুষ সর্ববিবেচনায় সমাজের একজন উপযুক্ত সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে।

ইলম এর অর্থ হলো জানা, পরিচিত হওয়া, বিবেচনায় আনা ও সচেতন হওয়া। আরবীতে ইলমের কয়েকটি সমার্থক শব্দ রয়েছে। যেমন 'আরিফা' এবং 'ফাহিমা'। বিশিষ্ট জ্ঞানতাপস এর মতে 'জ্ঞান' শব্দটি এত ব্যাপক যে, সব কিছুই জ্ঞানের উৎস, কারণ এগুলো জানার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন অথবা এগুলো জানার অর্থই জ্ঞানার্জন। পবিত্র ক্বোরআনে ৮৬৮ বার ইলম বা জ্ঞানার্জন সংক্রান্ত বিষয়ে পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইলম শব্দ ছাড়াও ক্বোরআন মজিদে ইলমের কয়েকটি প্রতিশব্দ দেখা যায়। যেমন: 'মারিফা' (গভীর চিন্তার মাধ্যমে জানা), 'আকল' (বুদ্ধিভিত্তিক জ্ঞান), 'আল ফিকর' (গভীর ভাবে চিন্তা করা), 'হুদা' (পথ নির্দেশনা পাওয়া), 'তাদাব্বুর' (চিন্তার মাধ্যমে জানা), 'তাযাক্কুর' (স্মরণের মাধ্যেমে জানা), 'নাযর' (পর্যাবেক্ষণ করা)। অপরদিকে ইলমের বিপরীত কিছু শব্দের উল্লেখ করা যায় এবং সেগুলো হলো: 'জেহালাত' (অজ্ঞাতপূর্ণ ধারণা), 'সাফেহাহ্' (অজ্ঞাতপূর্ণ জ্ঞান), 'দালালাহ্' (অজ্ঞতাপ্রসূত পথ), 'আম্মাহ্', 'আল-জান্ন', 'আল-বাতিল', 'ইফক', ইত্যাদি। এগুলোকে ইলমের নেতিবাচক শব্দ হিসেবে অভিহিত করা যায়। ইসলামের দৃষ্টিতে যে জ্ঞান অকল্যাণকর, ধ্বংসাত্মক, সত্যের বিপরীত তা প্রকৃত পক্ষে কল্যাণকর বা গ্রহণযোগ্য শিক্ষা নয়। প্রকৃতপক্ষে ইলম কল্যাণকর জ্ঞানকেই বুঝায়। ইলম বা জ্ঞান এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম ওহীর মাধ্যমে প্রিয় নবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'পাঠ করুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।' [সূরা ৯৬ :১৬]

পবিত্র ক্বোরআন মজিদে সূরা 'আলাক্ব' এ বর্ণিত 'ইক্বরা' শব্দ প্রথম ওহী এবং প্রথম আসমানী শব্দ। ওহীভিত্তিক জ্ঞান মানবজাতির জন্য সর্ববিবেচনায় অত্যন্ত কল্যাণকর। শান্তি প্রতিষ্ঠায় ওহীভিত্তিক জ্ঞান ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজের বিকল্প নেই। কাজেই ওহীভিত্তিক জ্ঞান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ফেরেশতাদের ওপর হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল জ্ঞানের কারণে। যখন পবিত্র ক্বোরআন পাক নাযিল হলো তখন আরবদেশসহ পৃথিবী যেন অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। পরম করুণাময় আল্লাহ্ ওহীর মাধ্যমে মানব জাতিকে জ্ঞানার্জনের প্রতি তাগিদ দিলেন, পবিত্র ক্বোরআনের ভাষায় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন নিজে 'আলীম' (সর্বজ্ঞ)। ইলম তাঁর অন্যতম সিফাত। ক্বোরআন মজিদে জ্ঞানীদের বিশেষ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- ''যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান?'' ইলম বা জ্ঞানের প্রকৃত উৎস হচ্ছে 'ওহী'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম পবিত্র হাদীসে পাকের মাধ্যমে যা শিক্ষা দিয়েছেন তাই ওহীভিত্তিক ইলম। মুহাদ্দিসগণ তাই হাদীসকে 'গায়ের মাতলু' হিসেবে অভিহিত করেন। ওহীভিত্তিক ইলমের অধিকারীগণকে আলিম এবং প্রিয় নবীজির উত্তরাধিকারীগণকে 'ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া বলা হয়।'

ইসলামে মুসলমানদের জন্য জ্ঞানার্জনকে ফরয ঘোষণা করা হয়েছে, প্রিয় নবী ইরশাদ করেন- 'ইলম (জ্ঞান)অন্বেষণ প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয (ইবনে মাজাহ্)। অপর একটি হাদীসে বর্ণিত যে, হযরত আবু দারদা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন- 'আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, ''যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণের জন্য পথ চলে আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেবেন।'' [আবু দাউদ]

অন্য একটি হাদীসে ইলম অর্জনকে সর্বোত্তম ইবাদত বলে অভিহিত করা হয়েছে। [জামে সাগীর]

হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত প্রকাশের পূর্ববর্তী পাঁচশত বৎসরকে 'আইয়ামে জাহেলিয়া'

হিসেবে অভিতি করা হয়। মানব জাতির হিদায়তের জন্য প্রিয় নবীর আবির্ভাব হলো। তিনি মানুষকে দ্বীনের পথে আহ্বান করলেন। জ্ঞানার্জনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেন। নব দীক্ষিত মুসলমানদের ইসলাম শিক্ষার জন্য দারুল আরকাম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থায় আল ক্বোরআন, ইসলামের বুনিয়াদী জ্ঞান ও ইবাদতের শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সে সময় আল ক্বোরআন শিক্ষার সাথে সাথে আক্বাইদ, ইবাদত পদ্ধতি ও প্রকৃতি বিদ্যা শিখনের বিষয়টি পাঠ্যক্রমভুক্ত করা হয়। তিনি (নবী) শিশুদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং নারী শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের যুগে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও ক্বোরআন হিফজ করতেন। হযরত উম্মে ওরফা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা নামে একজ মহিলা তৎকালে ক্বোরআনের হাফেজা ছিলেন। ইসলামের প্রাথমিক যুগে ক্বোরআনুল করীম, হুযূরের হাদীস এবং তাজবীদ ছিল মূলত শিক্ষার বিষয়বস্তু। পরবর্তীতে খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদে কেন্দ্রিক শিক্ষা চালু হয়। প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, হযরত মুয়াজ ইবন জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বয়ানের মাধ্যমে জ্ঞান দান করার জন্য সিরিয়া প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম মক্তব প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিশুদের ক্বোরআন তিলাওয়াত শিখানোর জন্য ক্বোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর আমলে লিখন শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। সে সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ক্বোরআন, হাদীস, ফিকাহ্ শিক্ষা দেয়া হতো। তিনি (হযরত ওমর রাদ্বি.) এ মর্মে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, 'আরবী ভাষায় অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ক্বোরআন শিক্ষাদান করতে পারবেন না, হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর আমলে ক্বোরআন, হাদীস ও তাফসীর শিক্ষাদান করা হতো। নারী শিক্ষা উন্নয়নে পদেক্ষপ গ্রহণ করেন।

শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে নৈতিক মানসম্পন্ন দক্ষ ও উপযুক্ত জনশক্তি তৈরি করা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সমাজের সৃজনশীলতা সৃষ্টি, কর্মপ্রেরণা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে শিক্ষার বিকল্প নেই। শিক্ষা ব্যবস্থায় যেমন আধুনিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান সংযোজনের প্রয়োজন, তেমনিও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এ কারণে দেশ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত নাগরিক সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজ ও দেশের প্রয়োজনের আলোকে শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠে।

শিক্ষা মানুষের পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব গঠন করে এবং মানুষের চেতনাগত, ধারণাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক আবেগ অনুভুতি বিকশিত করে। এ ছাড়া মানুষের মধ্যে নৈতিক মনোবল ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর উন্নয়ন ঘটায়।

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানার্জন। এ কারণে আমাদের প্রিয় নবী দোজাহানের সর্দার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম জ্ঞানার্জনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করে ইরশাদ করেছেন, "প্রয়োজনে জ্ঞানার্জনের জন্য চীন দেশে গমন করো।" ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে জ্ঞানার্জনের এরকম বলিষ্ঠ উচ্চারণ লক্ষ্য করা যায় না। ইসলাম শুধু ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেনি, বরং সাধারণ শিক্ষার প্রতিও সমগুরুত্ব প্রদান করেছে, ইসলামী শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষা দুটিরই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থার কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য দিক রয়েছে:

এক. শিক্ষা পাঠ্যক্রম সমাজ ও দেশের চাহিদা অনুযায়ী উপযুক্ত ও যোগ্য জনবল তৈরি করে,

দুই. পেশাগতভাবে তাদেরকে উপযুক্ত করে তোলে এবং বিশেষজ্ঞ হিসেবে তৈরি করে,

তিন. দৃষ্টিভঙ্গী, চিন্তা-চেতনা কাজে-কর্মে পরিবর্তন আনতে সাহায্য করে,

চার. উন্নততর চারিত্রিক ও মানবিক গুণাবলী সৃষ্টি করে এবং নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার উন্মেষ ঘটায়,

পাঁচ. নৈতিক মানসম্পন্ন জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে,

ছয়. মানুষের মধ্যে সক্ষমতা ও উপযুক্ততা সৃষ্টির মাধ্যমে মানব সম্পদের উন্নয় ঘটায়।

সাত. শিক্ষা পাঠ্যক্রম শিক্ষার্থীকে এমনভাবে তৈরি করে যাতে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সে পরোক্ষ অথবা প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত হতে পারে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান মানুষকে ডাক্তার হিসেবে তৈরি করে। প্রকৌশলশাস্ত্র মানুষকে প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তোলে। অনুরূপ মাদরাসা শিক্ষা মানুষকে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ বানায়। বাস্তবে একজন ডাক্তার যেমন ইঞ্জিনিয়ারের কাজ করতে পারে না, অনুরূপ একজন ইঞ্জিনিয়ার বা প্রকৌশলী ডাক্তারী করতে পারে না। ঠিক তেমনি একইভাবে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা না থাকলে কেউ ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ হতে পারে না, পারে না ধর্ম বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিতে। ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ও দক্ষ

হওয়া প্রয়োজন। ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের জন্য আরবী ভাষা অধ্যয়ন ও অনুশীলন একান্ত অপরিহার্য। মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা পূরণ করে বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত দু'ধরনের ধর্মীয় শিক্ষা (আলিয়া ও কওমী) ব্যবস্থা শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পূরণে কতটুকু সফল তা বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। বর্তমানে মাদ্‌রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত সিলেবাস ও পাঠ্যক্রম একজন হক্কানী রাব্বানী আলেমে দ্বীন, সুপণ্ডিত ও দক্ষ ওলামা সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সহায়ক নয়। এখনই যদি আরবী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার খোলস থেকে বের করে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র বুনিয়াদী আরবী শিক্ষার (ইসলামী শিক্ষা) অবকাঠামো গড়ে তুলতে সচেষ্ট না হওয়া যায়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হবে না। আধুনিক হওয়া ভাল, কিন্তু অত্যাধুনিকতা গ্রহণযোগ্য নয়। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থায়। একথা ইসলামী পণ্ডিত ও চিন্তাবিদদের অনুধাবন করা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে নিম্নের উদ্ধৃতিটি প্রনিধানযোগ্য:

Education should aim of the balanced grouth of the total personality of Man throgh ..... trainig of wan's sprit, ...uiteller the rational setf, feohimgs of bogity serses, I dataron should ....erefove caterfor the grouth I man is all its asputs: sprited intellecfual, Imagrative phygical saintific ligustic bath imduidually and calleroly and wdinvate all these mpets towaldy goodness and ... allaiment of per fection."